সীমান্ত রাজ্য হিসাবে রাজস্থানের গুরুত্ব আলোচনা করো ?

অথবা,

ভৌগলিক অবস্থান ও প্রকৃতি অনুযায়ী রাজস্থান রাজ্যের সামরিক গুরুত্ব আলোচনা করো ?

ভারতের সীমান্ত

- স্থলসীমা
  - পশ্চিমের স্থলসীমা
    - গুজরাট
    - রাজস্থান
    - পাঞ্জাব
    - জম্মু কাশ্মীর
  - উত্তরের স্থলসীমা
  - পূর্বের স্থলসীমা
- জলসীমা
- আকাশসীমা

ভারতবর্ষের মানচিত্রে রাজস্থানের অবস্থান :

Scanned with CamScanner

রাজস্থানের ভৌগোলিক ও সামরিক গুরুত্ব :

কোনো একটি দেশের সামরিক ভূগোল বলতে বোঝায় ওই দেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রকৃতি এবং বিভিন্ন ভৌগোলিক উপাদান কীভাবে ওই দেশের নিরাপত্তা এবং সামরিক প্রস্তুতির উপর প্রভাব বিস্তার করে।

রাজধানী — জয়পুর

আয়তন — 342239 বর্গকিলোমিটার

জেলা — 33 টি

জনসংখ্যা — 73529325 (2015 সাল)

ভাষা — রাজস্থানী ও হিন্দি

- **আন্তর্জাতিক সীমানা :**

আয়তনের বিচারে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের বৃহত্তম রাজ্য হল রাজস্থান। এই রাজ্যের রাজধানী হল জয়পুর। এবং এর গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য হল উত্তরপূর্ব থেকে দক্ষিন পশ্চিমে বিস্তৃত আরাবল্লী পর্বত।ও এর মরুভূমি। 70°– 78° পূর্ব দ্রাঘিমারেখা এবং 23° থেকে 30° উত্তর অক্ষরেখার মধ্যে এই রাজ্যের অবস্থান। পাকিস্থানের সঙ্গে এই রাজ্যের আন্তর্জাতিক সীমারেখা প্রায় 1040 কিলোমিটার। এই সীমারেখা জুড়ে রয়েছে রাজস্থানের জয়সলমীর, বিকানীর, গঙ্গানগর জেলা। রাজ্যটির আয়তন 342239 বর্গকিলোমিটার। বর্তমানে 33 টি জেলা রাজ্যটি আছে। 2015 সালের গননা অনুযায়ী এই রাজ্যের জনসংখ্যা 73529325 জন। এই রাজ্যের উত্তর পশ্চিমে সীমায় পাকিস্থান রাষ্ট্র, দক্ষিন পশ্চিমে গুজরাট রাজ্য, দক্ষিনপূর্বে রয়েছে মধ্যপ্রদেশ, উত্তর পূর্বে উত্তরপ্রদেশ ও হরিয়ানা রাজ্য এবং উত্তরে পাঞ্জাব রাজ্য অবস্থিত।

ভারতের জাতীয় প্রতিরক্ষায় বা নিরাপত্তায় এই রাজ্যের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। ষোড়শ শতাব্দ পর্যন্ত বারবার এই উত্তরপশ্চিম সীমান্ত দিয়ে বিদেশীরা ভারত আক্রমন করেছে। সুলতান মামুদ সিন্ধু নদী অতিক্রম করে জয়সলমীরের পাশ দিয়ে রাজস্থানে প্রবেশ করে 'সোমনাথ' লুট করে গিয়েছে। আবার স্বাধীন ভারতে 1965 খ্রিস্টাব্দে পাকিস্থান এই

Scanned with CamScanner

সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে আক্রমন করেছিল। তাই এই সীমান্তে প্রতিরক্ষাব্যাবস্থা স্থায়ী ভিত্তিতে শক্ত করে গড়ে তোলা হয়।

• ভূ-প্রকৃতি :

এই রাজ্যকে মোটামুটি ছটি অঞ্চলে ভাগ করা যায়।

1. পশ্চিমের শুষ্ক অঞ্চল
2. আর্ধশুষ্ক অঞ্চল
3. দক্ষিন পূর্বাঞ্চল
4. চম্বল উপত্যকা
5. আরাবল্লী পর্বতমালা
6. পূর্বাঞ্চল

এই রাজ্যের ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। পশ্চিমের শুষ্ক জলবায়ু। এই রাজ্যের বিভিন্ন জেলাকে একবিশাল মরুভূমিতে পরিনত করেছে। এখানে বৃষ্টিপাত হয় না বললেই চলে। ফলে বৃষ্টিপাতের অভাবে সমস্ত অঞ্চলটি বালুকাময় উষ্ণ মরু অঞ্চলে পর্যবসিত হয়েছে। তাই এই অঞ্চলকে 'ভারতের বৃহৎ মরুভূমি অঞ্চল' বলে। গ্রীষ্মকালে ও শীতকাল ছাড়াও অন্যান্য ঋতুতে এই অঞ্চলে দিনের বেলায় প্রচন্ড উত্তাপ ও রাত্রিবেলা প্রচন্ড শীত অনুভূত হয়। এর ফলে এই রাজ্যের সৈনিকদের জনজীবন বিপর্যস্ত করে ও কর্মক্ষমতা হ্রাস করে তোলে।

• কৃষি: এই রাজ্যের কৃষিজ জমির পরিমান মাত্র 257 লক্ষ হেক্টর। এই রাজ্যে প্রধানত খারিফ ও রবি এই দুটি ফসল ঋতু আছে। বাজরা, বার্লি, ডাল, গম, তুলো, ইক্ষু, তৈলবীজ, ফল, শাক-সবজি প্রভৃতি প্রধান প্রধান কৃষিজ ফসল, এইগুলি রাজস্থান রাজ্যের সামরিক গুরুত্বকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

• শিল্প: টেক্সটাইল, কম্বল, পশমীপন্য, উদ্ভিজ্জ তেল, রং, ক্ষারীয় সোডা, আর কীটনাশক পদার্থ প্রভৃতি এই রাজ্যের প্রধান প্রধান শিল্প। তামা, দস্তা, অভ্র, সীসা প্রভৃতি খনিজ পদার্থকে কেন্দ্র করে রাজস্থানের শিল্প সমূহ গড়ে উঠেছে।

• যোগাযোগব্যাবস্থা: অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় এই রাজ্যের যোগাযোগব্যাবস্থা অর্থাৎ সড়ক, রেল, বিমান পরিবহনব্যাবস্থায় অনেক পিছিয়ে রাজ্যটি অনেক জাতীয়

Scanned with CamScanner

সড়কের মাধ্যমে সংযুক্ত করা হয়েছে। তারমধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হল ৮ নং জাতীয় সড়ক। রাজস্থানে তিনটি বিমানবন্দর রয়েছে। যেগুলি রাজ্যটিকে দেশের অন্যান্য প্রধান শহরগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। রাজ্যের অধিকাংশ শহরগুলি রেলপথের মাধ্যম দ্বারা সংযুক্ত হয়েছে। টেলিফোন বা টেলি যোগাযোগ ব্যাবস্থাতে এই রাজ্যে উন্নতি লাভ করেছে।

সামরিক গুরুত্ব :

পাকিস্তান সীমান্তে অবস্থিত এই রাজ্যটির সীমান্ত এলাকা জুড়ে অবস্থান করেছে ভারতের বৃহৎ মরুভূমি অঞ্চল। সমস্ত অঞ্চলটি বালুকাময় ও উষ্ণ। মরুভূমি অঞ্চলে গ্রীষ্মকাল ও শীতকাল ছাড়াও অন্যান্য ঋতুতেও দিনের বেলায় প্রচন্ড উত্তাপ ও রাতের বেলায় প্রচন্ড শীত থাকে। ঝাড়পালা ও জলাশয়হীন মরুভূমি শুষ্ক জলবায়ু দিনের বেলা সৈনিককে তৃষ্ণার্ত করে তোলে। এবং রাত্রিবেলা তীব্র শীত তাদের চলাফেরা ও কর্মক্ষমতা গ্রাস করে দেয়। প্রায়ই মরুঝড় দেখা যায়। এই মরুঝড় সৈনিকদের স্বাভাবিক কাজকর্মে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। এবং সৈনিকদের গতিপথে বিভ্রান্তি ঘটায়। সীমান্ত রক্ষায় সৈনিকদের মরুযুদ্ধের আশ্রয় গ্রহন করতে হয়। মরুযুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহন করে তবেই এই যুদ্ধে যোগদান করে সৈনিকরা। এই যুদ্ধে স্থলসেনাবাহিনী প্রধান বাহন উট। বর্তমানে এখানে ট্যাঙ্কযুদ্ধও সম্ভব। অপরদিকে এই রাজ্যের আরাবল্লী পর্বতমালা আন্তর্জাতিক সীমান্ত থেকে অনেকখানি ভিতরে অবস্থিত। এই পর্বতমালার গিরিপথ ও সমতল মালভূমি যোগ্যভাবে ব্যাবহার করতে পারলে তা ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যাবস্থা কে আরও সুদৃঢ় করতে পারে। এরফলে তাদের মনোবল আরও বৃদ্ধি পায়।

অতএব, ভারতের সীমান্ত রক্ষায় এই রাজ্যের অবস্থান, জলবায়ু, সম্পদ, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যাবস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে।

Scanned with CamScanner